শ্রীএকাদশ স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ে নবম শ্লোকে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"

হে উদ্ধব ! ততদিন পর্য্যন্ত জ্ঞানীর কর্ম্ম করিতে হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত পারমেষ্ঠ্য-সুখাদিতে থুথুৎকার-বুদ্ধি না জন্মিবে। আর ভক্তকেও ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিবে। এই শ্লোকে শ্রদ্ধা এবং বিরক্তি—এই দুইটীই পরস্পর নিরপেক্ষ, অর্থাৎ শ্রদ্ধাও বিরক্তির অপেক্ষা করে না এবং বিরক্তিও শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে না। এই দুইটীরই এইপ্রকার নিয়ম বা সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ জ্ঞানীর ঐহিক পারলৌকিক সমস্ত সুখে বিরক্তির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানীকে কর্ম্ম করিবার আদেশ করা হইয়াছে এবং ভক্তেরও শ্রীহরিকথা শ্রবণকী-র্ত্তনাদিতে দৃঢ় বিশ্বাস উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই দুই অধিকারীই যদি সেই সীমা প্রাপ্ত না হইয়া অর্থাৎ জ্ঞানী ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বিরক্তি-পূর্ব্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত না হইয়া কর্ম্মত্যাগ করেন, এবং ভক্ত সতত শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত প্রবৃত্ত না হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে বেদবিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান রূপ বিকর্ম্মানুষ্ঠানে মৃত্যুর পর মৃত্যু অর্থাৎ মরণতুল্য যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; পুনঃ পুনঃ মৃত্যু ও যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—শ্লোকের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। অতএব কর্ম্মত্যাগে অনধিকারী ব্যক্তিসকলের বেদবিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কোনও প্রকারেই নিস্তার নাই। যে কর্ম্মের প্রযোজক কর্ত্তা ঈশ্বর, সেই কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ অনুষ্ঠান করাহয়। এইজন্য শ্রীভগ-বানের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে মৃত্যু-যাতনা ভোগ করিতে হয় না। এই কথাটি একটি শ্লোকে বলিতেছেন—"বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণঃ"। এই শ্লোকের ব্যাখ্যাটি করিতেছেন—"অতএব বেদোক্ত কর্ম্মই করিবে, কখনও বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবে না, এবং সেই বেদবিহিত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্মবন্ধের অগোচর নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে"। অর্থাৎ এইরূপ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে কর্ম্মবন্ধন নিবৃত্তি হইয়া ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে। এই কথার উপরে একটা আশঙ্কা থাকিতে পারে যে, কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্মের আসক্তি অবশ্যই হইয়া থাকে এবং সেই কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত তাহার একটি